

হজ্জের মাসের প্রথম মহান ১০ দিন

16-July-2020



সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)

(For Islamic Brothers)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুল্লাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জাযিয় হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করণ অতঃপর যা ইচ্ছা করণ (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: رِيْتُوا مَا جَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَى فَنَ صَلَاتِكُمْ: অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মজলিশকে আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করার মাধ্যমে সজ্জিত করো, কেননা তোমাদের আমার প্রতি দরুদ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে। (জামে সগীর, হরফুয যা, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৫৮০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জয়ুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়য কাজে যত ভালো নিয়ত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়ত সমূহ

★ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ★ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ★ **تُؤْبُوْا إِلَى اللَّهِ، اذْكُرُوْا اللَّهَ!، صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!** ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ★ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের এই সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ানের বিষয় হলো “হজ্জের মাসের প্রথম মহান ১০দিন”। যাতে আমরা যিলহজ্জ মাসের ফযীলত শ্রবণ করবো। কুরবানীর ফযীলত, মাংসের ডাক্তারী উপকারীতাও বর্ণনা করা হবে। যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০দিনের ইবাদত সম্পর্কেও শুনবো, আল্লাহর যিকিরের ফযীলত এবং নফল রোযার ফযীলতও শ্রবণ করবো। আহ! যদি আমাদের সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়ত সহকারে শুনার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়।

أَمِيْنٍ بِجَا وَ النَّبِيِّ الْأَمِيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

কোন বিষয়টি রোযা রাখার জন্য উদ্ভুদ্ধ করেছেন?

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন: এক যুবক রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর হাদীস শুনতো, যিলহজ্জের চাঁদ দেখা গেলো তখন সে রোযা রেখে নিলো, যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এই সংবাদ শুনলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাকে কোন বিষয়টি রোযা রাখার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করেছেন? সে আরম্ভ করলো: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোক, এসব হলো হজ্জ ও কুরবানীর দিন, হয়তো আল্লাহ পাক আমাকেও তাদের দোয়ায় অংশীদার করে নিবেন। হযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: তোমার প্রতিদিনের রোযার প্রতিদান (সাওয়াব) একশত গোলাম আযাদ করার সমান, একশত উট কুরবানী এবং আল্লাহর পথে প্রদত্ত

একশত ঘোড়ার প্রতিদানের সমান। যখন অষ্টম যিলহজ্জের দিন আসবে তবে তোমার সেই দিনের রোযার সাওয়াব দুই হাজার গোলাম আযাদ করা, দুই হাজার উট কুরবানী করা এবং আল্লাহর পথে বাহন হিসেবে দুই হাজার ঘোড়া প্রদানের সমান অর্জিত হবে। যখন নবম যিলহজ্জের দিন আসবে তবে তোমার সেই দিনের রোযার সাওয়াব এক হাজার গোলাম আযাদ করা, এক হাজার উট কুরবানী করা এবং আল্লাহর পথে বাহন হিসেবে এক হাজার ঘোড়া প্রদানের প্রতিদানের সমান হবে। (আল লায়ালিগিল মাসনাভিয়াতু লিস সুহুতী, কিতাবুস সিয়াম, ২/৯১) (তবে “হজ্জ সম্পাদনকারীর উপর যারা আরাফাতের ময়দানে থাকবে, তার আরাফার দিন (অর্থাৎ ৯ যিলহজ্জ) রোযা রাখা মাকরুহ”) (বাহারে শরীয়াত, ৫ম অংশ, ১/১০১০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যিলহজ্জ শরীফের প্রথম ১০দিনে কি করবে?

سُبْحَانَ اللَّهِ! আপনারা শুনলেন তো! যিলহজ্জ শরীফের প্রথম ১০দিন কিরূপ বরকতময় এবং রহমতপূর্ণ হয়ে থাকে, যাতে আল্লাহ পাকের রহমত বান্দার উপর মুশলধারে বর্ষন হতে থাকে, যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এইদিনগুলোতে আল্লাহ পাকের সম্ভ্রষ্ট অর্জনের জন্য প্রথম যিলহজ্জ থেকে নবম যিলহজ্জ পর্যন্ত রোযা রাখতে সফল হয়ে যাবে তবে আল্লাহ পাক তাকে হাজারো গোলাম আযাদ করা, হাজারো উট কুরবানী করা এবং আল্লাহর পথে হাজারো ঘোড়া প্রদানের সমান সাওয়াব দান করবেন।

হে আশিকানে রাসূল! ভাবুন তো! এই মুবারক দিনগুলোতে এক একটি রোযা রাখতে এরূপ সাওয়াব দান করা হয়, তবে যে সকল সৌভাগ্যবান মুসলমান এই তিনগুলোতে বিভিন্ন ইবাদত যেমন; দিনের রোযা এবং রাত জেগে ইবাদত করে অতিবাহিত করে, তাদের সাওয়াবের অনুমান কেইবা করতে পারে এবং আল্লাহ পাক তাদের ইবাদতের জন্য তাদেরকে কিরূপ নেয়ামত ও উপহার দ্বারা ধন্য করবেন, অতএব এই দশদিনকে কখনোই উদাসিনতায় অতিবাহিত করা উচিত নয়, নিজেকে ইবাদতে লিপ্ত রাখা উচিত, ১০ যিলহজ্জের ব্যতীত অবশিষ্ট দিনের রোযা রাখা উচিত। কেননা ১০ যিলহজ্জ রোযা রাখা মাকরুহে তাহরীমি এবং গুনাহ।

(বাহারে শরীয়াত, ১/৯৬৭। দুরের মুখতার ও রদুল মুহতার, ৩/৩৯১)

হে আশিকানে রাসূল! **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** নফল রোযার অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা রয়েছে এবং সাওয়াব তো এতো বেশি যে, ইচ্ছা করে ব্যস রোযা রেখেই যাই। যেমন; ঈমানের নিরাপত্তা, দোযখ থেকে মুক্তি এবং জান্নাত অর্জন, রোযায় দিনের বেলা খাওয়া দাওয়ার খরচ হওয়া অর্থ ও সময় বেঁচে যাওয়া, পেটের সুস্থতা ও অনেক রোগ বালাইয়ের নিরাপত্তা অর্জিত হয়। সবচেয়ে বড় উপকারীতা হলো, রোযাদারের প্রতি আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং আমাদের উচিতঃ চেষ্টা করে প্রতি মাসে কিছু না কিছু নফল রোযাও রাখা। বিশেষকরে সোমবার শরীফ, বৃহস্পতিবার এবং আইয়ামে বীদ্ব (অর্থাৎ প্রত্যেই আরবী মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ) এর রোযা রাখা তো সূন্নাতে মুবারাকাও।

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা **رَضِيَ اللهُ عَنْهَا** বর্ণনা করেন: রাসূলে পাক **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** সোম এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। (তিরমিযী, আবওয়ানুস সওম, ২/১৮৬, হাদীস ৭৪৫) হযরত ইবনে আব্বাস **رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا** বর্ণনা করেন: নবী করীম, রউফুর রহীম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** আইয়ামে বীদ্ব রোযা বিহীন থাকতেন না, সফরে হোক বা সফর ব্যতীত। (নাসায়ী, কিতাবুস সিয়াম, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩৪২) শ্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যখন মাসে তিনটি রোযা রাখবে তখন তের (১৩), চৌদ্দ (১৪) এবং পনের (১৫) তারিখে রাখো। (তিরমিযী, আবওয়ানুস সওম, ২/১৯৩, হাদীস ৭৪১) আমীরে আহলে সূন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** মাদানী ইনআমাতের নফল ইবাদতের প্রেরণা দিতে গিয়ে প্রত্যেক সোমবার শরীফে রোযা রাখার উৎসাহও দিয়েছেন, যেমনটি মাদানী ইনআম নম্বর ৫৮ হলো: আপনি কি এই সপ্তাহে সোমবার শরীফের (অথবা বাদ পড়া অবস্থায় যেকোন দিন) রোযা রেখেছেন?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অসংখ্য আশিকানে রাসূল সোমবার শরীফের রোযা রেখে থাকে। সুতরাং আমাদেরও উচিতঃ, আমরাও সোমবার শরীফের দিন রোযা রাখার অভ্যাস বানিয়ে এর বরকত অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

মাদানী ইনআম নম্বর ২২ এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যুলহিজ্জাতুল হারামের এই ১০ দিনে অধিকহারে তিলাওয়াত করুন, নিজের মুখে যিকির ও দরুদ দ্বারা সতেজ রাখুন, অধিকহারে নফল ইবাদত করুন, রাতেও জাগ্রত থেকে আল্লাহ পাকের ইবাদত করুন, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, আল্লাহর পথে মন খুলে ব্যয় করা উচিত। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে নিজেও অংশগ্রহণ করা উচিত এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে অপরকেও এর দাওয়াত দিতে থাকা উচিত। মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের বরকতে আমাদের ইনফিরাদী কৌশিশ এবং অন্যান্য মাদানী কাজে অংশগ্রহণেরও সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

মাদানী ইনআম নম্বর ২২: আপনি কি আজ কমপক্ষে দু'জন ইসলামী ভাইকে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন?

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ করা এবং এর প্রতি উৎসাহ দেয়ার প্রেরণা নসীব করুক।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যিলহজ্জ ইসলামী বছরের সেই ১২তম মাস, যা সম্মানিত মাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সম্মানিত মাস চারটি: (১) যিলক্বদ (২) যিলহজ্জ (৩) মুহাররম এবং (৪) রজব। এর মধ্যে উত্তম হলো যিলহজ্জ, বিশেষকরে প্রথম ১০দিন এবং রাতের ফযীলত তো অনেক বেশি। কোরআনে করীমেও এই মাসের প্রথম ১০ রাতের শপথ ইরশাদ করা হয়েছে।

৩০তম পারা সূরা ফজরের ১ ও ২নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيْلٍ عَشِيرٍ ۝

(পারা ৩০, সূরা ফজর, আয়াত ১ ও ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ ভোর বেলার

শপথ এবং দশ রাতের।

(৫) ইরশাদ হচ্ছে: হজ্জের দশদিনে করা আমল আল্লাহ পাকের নিকট অন্যান্য দিনের আমল করার চেয়ে বেশি প্রিয়। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আল্লাহ পাকের পথে জিহাদও? ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাকের পথে জিহাদও নয়, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে আপন প্রাণ ও মাল নিয়ে বের হলো, অতঃপর তা থেকে কিছু ফেরত আনলো না।

(বুখারী, কিতাবুল ইদাদীন, ১/৩৩৩, হাদীস ৯৬৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যিলহজ্জের এই ১০দিনে যতটুকু সম্ভব নিজের নেকী বৃদ্ধি করার পরিপূর্ণ চেষ্টা করা উচিত এবং নিজের মুখকে অহেতুক কথা থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহর যিকির দ্বারা সতেজ রাখুন, কেননা আল্লাহর যিকিরে অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। কয়েকটি ফযীলত শ্রবণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

★ এই বাক্যসমূহ আল্লাহ পাকের নিকট প্রিয়: سُبْحَانَ اللَّهِ. أَحْمَدُ لِلَّهِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللَّهُ أَكْبَرُ (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৬০তম অধ্যায়, ৫/২৮৬, নম্বর ৩৪৭৩) ★ سُبْحَانَ اللَّهِ. أَحْمَدُ لِلَّهِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللَّهُ أَكْبَرُ এর মধ্য থেকে যেকোন বাক্য বলাতে জান্নাতে একটি বৃক্ষ লাগানো হয়। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদব, ৪/২৫২, নম্বর ৩৮০৭) ★ سُبْحَانَ اللَّهِ বলাতে ২০টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ২০টি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। (মুত্তাদরিফ, কিতাবুদ দোয়া, ২/১৯২, নম্বর ১৯২৯) ★ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বলাতে ২০টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ২০টি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। (প্রাণ্ডক) ★ اللَّهُ أَكْبَرُ বলাতে ২০টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ২০টি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। (প্রাণ্ডক) ★ أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলাতে ২০টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ২০টি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। (প্রাণ্ডক) ★ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ জান্নাতের চাবি। (মুসনাদে আহমদ, ৮/২৫৭, নম্বর ২২১৬৩) ★ سُبْحَانَ اللَّهِ বলাতে অর্ধেক মিয়ান (আমলের দাঁড়িপাল্লা) পূর্ণ করে দেয়। ★ أَحْمَدُ لِلَّهِ বলাতে অর্ধেক মিয়ান পূর্ণ করে দেয়। ★ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ সবচেয়ে উত্তম যিকির। (ইবনে মাযাহ, কিতাবুল আদব, ৪/২৪৮, নম্বর ৩৮০০) এবং ★ أَحْمَدُ لِلَّهِ সবচেয়ে উত্তম দোয়া। (প্রাণ্ডক)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

হে আশিকানে রাসূল! এতক্ষণ আমরা আল্লাহর যিকিরের ফযীলত শুনলাম, এই ফযীলতের পূর্বে যে হাদীসে পাক বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে এটা জানা যায়! যিলহজ্জের প্রথম ১০দিনগুলো অনেক মর্যাদাপূর্ণ। এই দিনগুলোর আমল আল্লাহ পাকের খুবই পছন্দনীয়, তা অনেক বেশি ফযীলত সম্পন্ন দিন, যাতে নিষিদ্ধ দিন ব্যতীত প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছরের রোযা এবং প্রত্যেক রাতের কিয়াম (নামায) শবে কদরের নামাযের সমান। এতে কৃত আমল অনেক বেশি পবিত্র এবং সাওয়াব সমৃদ্ধ ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়েও বেশি আল্লাহ পাকের পছন্দনীয়। এই দিনগুলোতে আমলের সাওয়াব ৭০০ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, মোটকথা যিলহজ্জের প্রথম ১০দিন অসংখ্য ফযীলত ও বরকত এবং বিশেষত্ব দ্বারা সমৃদ্ধ।

প্রতি বছর এগারো (১১) মাস পর যিলহজ্জের পবিত্র মাসে এই বরকতময় দিনগুলো তাশরীফ নিয়ে আসে এবং নিজের ফয়েয বন্টন করে ফিরে যায়, কিন্তু আফসোস! এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা এই দিনগুলোও অন্যান্য দিনের ন্যায় উদাসিনতায় অতিবাহিত করে দেয় বরং مَعَادُ اللَّهِ ফরয নামায ও আরো অনেক নেক আমল করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। আল্লাহ পাক মুসলমানের এই অবস্থার প্রতি দয়া করুক, তাদেরকে উদাসিনতার স্বপ্ন থেকে জাগ্রত করে যিলহজ্জের এই দশদিনের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং তাদেরকে অধিকহারে নেক আমল করে অতিবাহিত হওয়ার তৌফিক দান করুক।

اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যিলহজ্জ মাস তার বসন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে, এর আগমন হতেই সূন্নাতে ইব্রাহিমীর স্মরণ এসে যায়, প্রতি বছর লাখো মুসলমান এই পবিত্র মাসে আল্লাহ পাকের আদেশ পালন, সূন্নাতে ইব্রাহিমী ও সূন্নাতে মুস্তফা আদায়ের জন্য প্রস্তুত হতে দেখা যায়। সুতরাং যেসকল মুসলমান কুরবানী করার সক্ষমতা রাখে, তাদের উচিত, তারা যেনো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং সূন্নাতে ইব্রাহিমী আদায়ের নিয়তে এই মাসে হালাল সম্পদ দ্বারা কুরবানীর ফরয আদায় করে, কেননা এটি অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়।

৩০তম পারা সূরা কাউসারের ২নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْخَرْ

(পারা ৩০, সূরা কাউসার, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং আপনি আপনার রবের জন্য নামায পড়ুন এবং ক্লেবানী করুন।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কোরআন হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারকার আলোকে বলেন: হানাফী ওলামায়ে কিরামরা এই আয়াত দ্বারা এই দলীল গ্রহন করেন যে, কুরবানী করা ওয়াজিব। (ভাফসীরে কবীর, ১১/৩১৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীসে মুবারাকা কুরবানীর ফযীলত দ্বারা পরিপূর্ণ। আসুন! কুরবানীর ফযীলত সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর চারটি বাণী শ্রবণ করি:

(১) ইরশাদ হচ্ছে: কুরবানী দাতার কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি লোমের পরিবর্তে একটি করে নেকী অর্জিত হয়। (তিরমিযি, কিতাবুল আদাহী, ৩/১৬২, হাদীস ১৪৯৮)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে খুশি মনে সাওয়াব লাভের নিয়তে কুরবানী করল, তবে তা (সে কুরবানী) জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।

(আল মুজামুল কবীর, ৩/৮৪, হাদীস ২৭৩২)

(৩) আপন প্রিয় শাহজাদী, খাতুনে জান্নাতকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: হে ফাতিমা! নিজের কুরবানীর পশুর নিকট উপস্থিত থাকো, কেননা যখন তার রক্তের প্রথম ফোঁটা পড়বে, তোমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী, কিতাবুদ দাহায়া, ৯/৪৭৬, হাদীস ১৯১৬১)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: মানুষ কুরবানীর দিন এমন কোন নেক আমল করে না, যা আল্লাহ পাকের নিকট রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে অধিক প্রিয়, এই কুরবানী কিয়ামতের দিন আপন শিং, লোম এবং খুর (পা) সহকারে উপস্থিত হবে এবং কুরবানীর রক্ত মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যায়। অতএব তোমরা খুশি মনে কুরবানী করো।”

(তিরমিযী, কিতাবুল আদাহী, ৩/ ১৬২, হাদীস ১৪৯৮)

হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কুরবানী, কুরবানী দাতার নেক আমলের পাল্লায় রাখা হবে, যার মাধ্যমে নেকীর পাল্লা ভারী হবে। (আশআতুল লুমআত, ১/৬৫৪)

হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অতঃপর তা তার জন্য বাহন হবে, যার মাধ্যমে সেই ব্যক্তি খুব সহজেই পুলসিরাত পার হয়ে যাবে এবং তার (পশুর) প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মালিকের (অর্থাৎ কুরবানী দাতার) প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (জাহান্নাম থেকে মুক্তির) ফিদিয়া হবে।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩/৫৭৪, ১৪৭০ নং হাদীসের পাদটিকা। মিরআত, ২/৩৭৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকা থেকে জানা গেলো! কুরবানীর ঈদে আল্লাহ পাক কুরবানীর ফরয আদায়কারী সৌভাগ্যবানদের তাদের পশুর প্রতিটি লোমের পরিবর্তে একটি নেকী দান করেন। কুরবানী দাতার দোযখের আগুন থেকে মুক্তি অর্জিত হয়। পশুর রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ার পূর্বেই গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। কিয়ামতের দিন কুরবানী নেকীর পাল্লায় রাখা হবে তখন তা ভারী হয়ে যাবে এবং কুরবানী দাতা তার পশুর উপর আরোহন করে পুলসিরাত সহজেই পার হয়ে যাবে। সুতরাং যেসকল মুসলমান (নারী পুরুষ, প্রাপ্তবয়স্ক, মুকিম) নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে (অর্থাৎ সেই ব্যক্তির নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার সমপরিমাণ টাকা বা সমপরিমাণ ব্যবসার পন্য অথবা সমপরিমাণ চাহিদার অতিরিক্ত মালামাল রয়েছে এবং তার নিকট আল্লাহ পাক বা বান্দার এতটুকু ঋণ না থাকে যা আদায় করার পর উল্লেখিত নিসাব অবশিষ্ট থাকবে না।) তবে এরূপ ব্যক্তির উপর শরয়ীভাবে কুরবানী করা ওয়াজিব। (মোড়ার আরোহী, ১০ পৃষ্ঠা) সুতরাং তার উচিৎ, খুশি মনে কুরবানীর ফরয আদায় করা এবং পাশাপাশি কুরবানীর মাসআলাও শিখার চেষ্টা করা, কেননা যে ব্যক্তির উপর শরয়ী মূলনীতির কারণে কুরবানী ওয়াজিব, তার উপর কুরবানী সম্পর্কিত মাসআলাও শিখা আবশ্যিক।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী অসংখ্য ব্যাপারে আমাদের নিদর্শনা দিয়ে থাকে, অনুরূপভাবে কুরবানী দাতার সহজতার জন্য “অনলাইন কুরবানী কোর্স”ও করা হয়। এই কোর্স শুধুমাত্র ৭ দিনের হয়ে

থাকে, যাতে প্রতিদিন আধা ঘন্টার (৩০ মিনিট) ক্লাস হয়ে থাকে। বিশেষকরে ঐ সকল আশিকানে রাসূল যারা এই বছর কুরবানী করার সৌভাগ্য অর্জন করবেন, পরামর্শ স্বরূপ বলছি যে, তারা এই কুরবানী কোর্স করার অবশ্যই চেষ্টা করুন, যাতে কুরবানী শরীয়াত অনুযায়ী বিশুদ্ধভাবে করা যায়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা ইসলামী মাস যিলহজ্জের ফযীলত এবং কুরবানী সম্পর্কে শুনছিলাম। সাধারণত কুরবানীর সময় মাংসের আধিক্যের কারণে সবজি রান্না করা ও খাওয়ার প্রচলন একেবারেই হয় না আর মাংস দ্বারা খাবার রান্না করাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়, যার কারণে মাংস থেকে যে উপকারীতা আমাদের পাওয়ার ছিলো, অনেক বেশি ব্যবহারের কারণে আমরা সেই উপকারীতা থেকে বঞ্চিত এবং মাংস খাওয়ার আপদে লিপ্ত হওয়ার কারণে ডাক্তারের নিকট ধাক্কা খেতে বাধ্য হয়ে যায়, সুতরাং মাংসের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করুন আর মাংসের ক্ষতিকারক প্রভাব কমানের জন্য মাংসের সাথে সবজিও অবশ্যই ব্যবহার করুন। আসুন! মাংসের কয়েকটি ডাক্তারী উপকারীতা এবং অধিক মাংস খাওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করি।

মাংসের ডাক্তারী উপকারীতা

চিকিৎসকদের অভিমত হলো: মাংস খাওয়াতে (শরীরের) ৭০টি শক্তি বৃদ্ধি পায়, এতে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়, মাংস শরীরের উজ্জলতা বৃদ্ধি করে, পেট বৃদ্ধি হতে দেয় না, চরিত্র ও স্বভাবকে উন্নত করে, গর্দানের মাংস উন্নত, সুস্বাদু, দ্রুত হজমকারী এবং রোগ বালাই শূন্য হয়ে থাকে। সাধারণত ব্যবহারের জন্য ঝোল বিশিষ্ট মাংস উত্তম। সবচেয়ে উত্তম হলো ছাগলের মাংস। ছাগলের মাংসে বাছ এবং কাঁধ এমন এক স্থান যেখানে আঁশ মোটা হয় না, এরূপ মাংস দ্রুত গলে যায় এবং নরম হয়ে থাকে, পেছনের মাংসের আঁশ রান থেকে কম মোটা হয়ে থাকে, এতে রক্ত সৃষ্টিকারী উপকরণ পাওয়া যায়। মাংস শরীরকে বৃদ্ধি করে শক্তি প্রদান করে। মাংসের উপকারীতা পশু ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। ছাগলের মাংস পরিষ্কার রক্ত সৃষ্টি করে এবং গরম মেজাজের লোকদের জন্য উপকারী।

মাংস বেশি খাওয়ার ক্ষতি

আসুন! এবার মাংস বেশি খাওয়ার “ক্ষতিসমূহ”ও শুনি:

মনে রাখবেন! মানুষের শরীরের জন্য সপ্তাহে দুই তিনবারের (২/৩) চেয়ে বেশি মাংস খাওয়া ক্ষতিকর। বড় প্রাণীর (গরুর, মহিষ, উট) মাংস বেশি খাওয়া “মৃত্যুকে ডেকে আনা” এর মতোই, কেননা এতে মাঁড়ি এবং দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। মাংস বেশি খাওয়াতে মূত্রাশয়ে (Kidneys) ইউরিক এসিডের (Uric Acid) পরিমাণ বেড়ে যায় এবং মূত্রাশয় তা সহজে বের করতে পারে না। মাংসের অধিক ব্যবহার যকৃৎকেও (Liver) ক্ষতি করে। অধিকহারে মাংস খাওয়াতে ক্যান্সারেরও (Cancer) সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নিরাপত্তা এতেই যে, মানুষ যেনো নিজের শরীরকে গণিমত মনে করে, নিজেকে সুস্বাদু, মাজাদার খাবার, তেল ও ঘিয়ে ভাজা এবং চর্বিযুক্ত খাবারে অভ্যস্ত করবেন না, অত্যধিক মাংস খাওয়ার কারণে হওয়া ধ্বংসযজ্ঞতাকে মনের মাঝে রাখুন, নিজের নফসকে কন্ট্রোল করুন, মাংস খাওয়াতে সতর্কতা অবলম্বন করুন, বিশেষকরে দাওয়াত এবং বন্ধুদের সাথে খাওয়ার সময় তো অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যাতে বেশি মাংস খাওয়ার ফলে হওয়া ক্ষতি থেকে বাঁচা যায়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে খাওয়াসহ সকল জায়িয় কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার তৌফিক দান করুক।

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সময় নিরূপণ (তাওকীত) মজলিশ

হে আশিকানে রাসূল! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর প্রায় ১০৮টিরও বেশি বিভাগ রয়েছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো “সময় নিরূপণ (তাওকীত) মজলিশ”। তাওকীত অর্থ হচ্ছে, সেই জ্ঞান যার মাধ্যমে দুনিয়ার যেকোন স্থানের পাঁচ ওয়াজ্ত নামায, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত (সেহেরী ও ইফতারের সময়), অর্ধ দিবস (দ্বী-প্রহর) এবং নামাযের শুরু সময় আর শেষের সময় ইত্যাদি সময়সমূহ জানা যায়, তাছাড়া সঠিক কিবলা নির্ধারণ করা যায়। সময় নিরূপণ (তাওকীত) মজলিশ ইলমে তাওকীত এর মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানের নামায ও রোযার সঠিক সময় সীমার মানচিত্র আকারে একত্রিত করেছে। সময় নিরূপণ (তাওকীত) মজলিশ এই পর্যন্ত না শুধু ইলমে তাওকীতের মূলনীতি অনুযায়ী অসংখ্য

শহরের নামাযের সময়সূচীর মানচিত্র তৈরী করেছে, বরং এরই ধারাবাহিকতায় আরো এক কদম অগ্রগামি হয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর আই টি মজলিশ এর সহযোগীতায় এমন এক সফটওয়্যার “আওকাতুস সালাত” নামে প্রকাশ করেছে, যা কম্পিউটার এবং মোবাইল ইত্যাদিতে নামাযের সঠিক সময় জানার জন্য খুবই উপকারী। সুতরাং কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রায় ২৭ লক্ষ স্থানের আর মোবাইল এ্যাপলিকেশনের (Mobile Application) মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার স্থানের নামাযের সঠিক সময় এবং কিবলার দিকনির্দেশনা জানা যাবে। সময়সূচী সম্পর্কিত যেকোন সমস্যা বা পরামর্শ থাকলে তবে এই মজলিশের সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারের সাথে ফোনে বা এই ই-মেইল এড্রেসে (prayer@dawateislami.net) এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

মসজিদের আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা “মাদানী মারকায কি আবাদকারী কেয়সে হো?” এর ৫৬, ৫৭ ও ৫৮ পৃষ্ঠা থেকে মসজিদের কিছু আদব শুন্যর সৌভাগ্য অর্জন করছি: ★ মসজিদ ও ফিনায়ে মসজিদ (মসজিদ সংশ্লিষ্ট বারান্দা) এর কোন জিনিস ব্যবহার করার জন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ★ পানি ঠান্ডার করার কুলার মূল মসজিদে রাখা যাবে না। ★ মূল মসজিদে সবার জন্য কাপড় ধোয়া, শুকানো, ঝুলানো নিষেধ। ★ ফিনায়ে মসজিদে শরীয়াতের বিনা অনুমুতিতে কোন প্রকার ভাঙ্গা গড়ার কাজ করা যাবে না। ★ মসজিদে ইতিকাহফের নিয়ত ব্যতীত পানাহার করা, ঘুমানো নিষেধ। ★ এমন জিনিস, যার দ্বারা কাতার ছিন্ন হয় (যেমন; জুতা রাখার বাক্স, স্পিকার, ডেস্ক ইত্যাদি) কাতারের মাঝে রাখা যাবে না, অনুরূপভাবে কাতারের শেষ প্রান্তেও রাখা যাবে না, কেননা কাতারের শেষেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। ★ মূল মসজিদে মসজিদের স্টোর বানানো যাবে না।

ঘোষণা

মসজিদের অবশিষ্ট আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পাঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাসসম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়াদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসুন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সাযিয়দুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়াদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بُدْوَامِ مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়াদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসুন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো হুযরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন হুযর পুরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।” (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিয়দুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, মক্কী মাদানী আকা, উভয় জাহানের দাতা, হুযর পুরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মাজমাউয যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ

رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সন্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)